

২য় সংস্করণের ভূমিকা

সমকামিতা বইটি যখন ২০১০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখন আমি ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখতে হবে। একে তো বইটি মোটেও ‘মেইনস্ট্রিম’ ধারার বই নয়, তার উপর এ ব্যাপারটা আমাদের দেশের অনগ্রসর সমাজে ‘ট্যাবু টপিক’ হিসেবেই পরিচিত। কেউই প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে চান না। এমনকি যারা প্রগতিশীল বলে সমাজে পরিচিত, তারাও এ ধরনের বই বুক শেলফে রাখার জন্য কিনবেন, তা আমার ধারণায় ছিল না। মাত্র দু বছরের মাথায় যখন বইটির সব ক’টি কপি বাজার থেকে নিঃশেষিত হয়ে গেল বুঝলাম আমার ধারণা আসলে মোটেই ঠিক ছিল না। পাঠকেরা বইটি কিনেছেন তো বটেই অনেকে ইমেইল করে জানিয়েছেন যে তারা এত উপকৃত হয়েছেন যে অন্যদেরও কেনার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। শুধু সমকামী কিংবা রূপান্তরকামী ব্যক্তির নয়, এই বই থেকে উপকৃত হয়েছেন বহু বিষমকামী ব্যক্তিরও। এমনকি মেডিকেলের ছাত্ররাও আমাকে ইমেইল করে জানিয়েছেন যে এত বিস্তৃত পরিসরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বাংলাদেশের অন্য কোন বইয়ে পাননি। এ ব্যাপারটি আমার জন্য নিঃসন্দেহে আনন্দের এবং গর্বের।

বইয়ের প্রথম প্রকাশের পর বইটির ভাল কিছু রিভিউ আমার নজরে পড়েছে। প্রথম আলো পত্রিকায় ২০১০ সালের অগাস্ট মাসের ৬ তারিখে আলতাফ শাহনেওয়াজ ‘অবগুণ্ঠন সরে গেল’ নামের চমৎকার একটি শিরোনামে রিভিউ করেছেন বইটির। আলতাফ শাহনেওয়াজের সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই। কিন্তু তিনি যে আমার বইটি পড়ে একটি চমৎকার শিরোনাম দিয়ে ছোট কিন্তু সুন্দর একটি রিভিউ করেছেন, তার জন্য আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে প্রথম আলোকেও ধন্যবাদ দিতে হয় – কারণ, তারা এই ব্যতিক্রমধর্মী রিভিউটি প্রকাশ করেছেন তাদের পত্রিকায়। বইটির আরেকটি মূল্যবান রিভিউ প্রকাশিত হয়েছে আহমদ মায়হার সম্পাদিত বইয়ের জগৎ পত্রিকায়। অঞ্জন আচার্যের করা রিভিউটির শিরোনাম ছিল – ‘বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকামিতা’। আমার জানা মতে এইটিই সমকামিতা বইয়ের পূর্ণাঙ্গ এবং বিস্তৃত সমালোচনা। প্রতিটি অধ্যায় ধরে ধরে পর্যালোচনা করেছেন অঞ্জন। তিনি তার রিভিউটিতে বইটির অকুণ্ঠ প্রশংসার পাশাপাশি গুটিকয় দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন, ‘...তবে সাহিত্যে সমকামিতা বা অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তি যতটা আলোচিত হয়েছে, তা অন্য কোন মাধ্যমে হয়নি’। অঞ্জনের সমালোচনার বিষয়টি মাথায় রেখে বেশ কিছু বিখ্যাত চলচ্চিত্রের উল্লেখ এবং আলোচনা স্থান পেয়েছে এবারের সংস্করণে। আমার আটলান্টা-নিবাসী বন্ধু রাজর্ষি দেবনাথ এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে তথ্য সরবরাহ করে প্রভূত সাহায্য করেছেন। রাজর্ষি শুধু তথ্যের যোগানই দেননি, বইটির প্রথম সংস্করণটি আগাগোড়া পড়ে বহু জায়গায় ছোটখাটো সংশোধন করেছেন, বাক্যগঠন রদবদল করে বইটিকে পাঠযোগ্য করে তুলেছেন।

এ সংস্করণটিতে কেবল সমকামিতা-কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের তথ্যই আসেনি, সাহিত্য সংস্কৃতির অংশগুলোও পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়েছে যথাসম্ভব নতুন তথ্যের আলোকে। বইটির প্রথম সংস্করণটি যখন লেখা হয়েছিল তখন আমার হাতের সামনে বাংলা মহাভারত ছিল না। ফলে বইয়ে উল্লিখিত মহাভারতের বেশ কিছু অংশের অনুবাদ ছিল ইংরেজিতে। আমার পিতা অধ্যাপক অজয় রায় শত ব্যস্ততার মাঝেও কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত খুঁজে বাংলায় মূল উদ্ধৃতিগুলো যোগাড় করে দিয়েছেন। এর বাইরে বইটিতে বিভিন্ন অধ্যায়ে যে অন্যান্য ইংরেজি উদ্ধৃতিগুলো ছিল সেগুলোরও যতদূর সম্ভব বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

এই সংস্করণে সমকামিতা এবং এইডসের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনামূলক অংশটি আরো বিস্তৃত করা হয়েছে। মূলত এইডসের উৎপত্তি কীভাবে, কীভাবে এটি ছড়ায়, সমকামিতার সাথেই বা এর সম্পর্ক কতটুকু – এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত ছিল। বইটি প্রকাশের পর অনেকেই এ ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন। পাঠকদের

অনুসন্ধিসাধকে মূল্য দিয়ে বইয়ের বর্তমান সংস্করণটিতে ‘সমকামিতা এবং এইডস’ অংশটি ঢেলে সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণা-সন্দর্ভের রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রুগার আল্লাচালাইনা পুরো বইটি পড়ে জীববিজ্ঞানের বেশ কিছু অংশ সম্বন্ধে বেশ কিছু ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। তার অবদানও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। মানবাধিকারকর্মী ‘বয়েস অব বাংলাদেশ’-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তানভীর আলিম বাংলাদেশের হিজড়াদের উপর অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতার কিছু কেস স্টাডি, এবং তার পরিচালনায় নির্মিত ‘Without any window of His own’ নামের ইউটিউব-ভিডিওর সন্ধান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটির শেষে সমকামিতা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা যোগ করা হয়েছে, যা বইটির গতিময়তা এবং পাঠযোগ্যতা বাড়াবে বলে আমি ধারণা করি।

পরিশেষে যে পাঠক পাঠিকাদের কল্যাণে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে চলেছে তাদেরকে এবং সেই সাথে এই বইয়ের উদ্যমী প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুলের সাহসী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বইয়ের প্রকাশ এবং প্রচার নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। শুদ্ধস্বর এ কাজটি সফলভাবেই সম্পন্ন করেছে বলা যায়।

অভিজিৎ রায়
আটলান্টা, জর্জিয়া
ইউ.এস.এ।

ইমেইল - charbak_bd@yahoo.com

ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।